সূরা আল্ ওয়াকে'আ-৫৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরা কাফ্ থেকে আরম্ভ করে কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ সাতটি সূরা আছে, যেগুলোকে এক গ্রুপভূক্ত করা যায়। সূরা ওয়াকে'আ এই গ্রুপের শেষ সূরা। এই সূরাগুলো নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভাষা, ভাব ও বিষয়ের দিক দিয়ে এগুলোর মাঝে মিল রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সূরা আর্ রাহ্মান ও এই সূরার মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠতা আছে, অন্য সূরাগুলোর মধ্যে সাধারণ মিল থাকলেও ততটা ঘনিষ্ঠতা নেই। সূরা আর্ রাহ্মানের বিষয়াবলী এই সূরাতে এসে শেষ হয়েছে। তাই এই সূরাটি সঙ্গতভাবেই সূরা আর্ রাহ্মানের অব্যবহিত পরে স্থান পেয়েছে। সূরা আর্ রাহ্মানে তিন প্রকারের লোকের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনঃ (১) সেই সব ভাগ্যবান ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্য মঞ্জুর করা হয়েছে, (২) মু'মিনদের মধ্যে যারা সাধারণভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং (৩) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণকে প্রত্যাখ্যানকারীদের দল। এই সূরাতে তাদের কথা ইঙ্গিতে নয় বরং স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী-ইলহামের অবতরণ এবং পৌত্তলিকতার অসারতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বিষয়াদি-সম্বলিত এ সূরা নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কাতে অবতীর্ণ হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা মক্কার কুরায়্শরা পৌত্তলিকতায় আপাদমস্তক এরূপ নিমগ্ন ছিল যে পুনরুত্থান, ওহী-ইলহাম বা ঐশী-বাণী ইত্যাদির কথা তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। কুরায়শরাই ছিল কুরআনের বাণীর প্রথম সম্বোধিত জাতি। এই সপ্ত-সূরায় পুনরুত্থানের অনিবার্যতার জোরালো উপস্থাপনের পাশাপাশি ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে ইসলামের উন্নতির ভবিষদ্বাণীগুলো যদি বাস্তব-সত্যে পরিণত হয় তাহলে স্থিরনিশ্চিতভাবে এও প্রমাণিত হয়ে যাবে, পুনরুত্থানও অপ্রতিরোধ্য সত্য।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাতে যে অনিবার্য মহাঘটনার অটল ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে, এই বক্তব্য দ্বারা এ সূরাটির শুরু হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যখন ঐশী মহাবিধ্বংসী ঘটনাটি ঘটে যাবে তখন পৃথিবীর তলদেশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে, পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং বিধ্বস্ত বিশ্বের ছাই-মাটি থেকে এক নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় ঘটবে। এই ঘটনার ফলে মানুষকে তিনটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হবে ঃ (ক) ঐ সকল সৌভাগ্যবান মানুষ যারা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করবে, (খ) সত্যিকার ধর্মপরায়ণ মু'মিন যারা নিজেদের সৎকর্মের জন্য পর্যাপ্ত পুরস্কার লাভ করবে, (গ) দুর্ভাগা কাফিররা যারা নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এই সূরায় প্রথম দুই দলের প্রাপ্য ঐশী পুরস্কারসমূহ সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং পরে পরেই ঐশী বাণীকে প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির বিবরণও দেয়া হয়েছে। অতঃপর সামান্য বীর্যের ফোটা থেকে মানুষের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির ধারায় পূর্ণ মানবাকারে তার দৈহিক-মানসিক বিকাশের উল্লেখপূর্বক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে মৃত্যুর পরে (আরো বিকাশ লাভের জন্য) তার পুনরুত্থান হবে। সূরার শেষদিকে প্রারম্ভিক বক্তব্যের জের টেনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা সূরাটির উদ্বোধনী আয়াতগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই সাধিত হবে, যে কুরআন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী,সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত মহামূল্য ধন। একটি চমৎকার ধর্মোপদেশ দিয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে। উপদেশটি হলো মৃত্যুই যখন পার্থিব জীবনের অনিবার্য পরিণতি তখন মানুষ এই কঠোর সত্যকে কী করে ভুলে এত সংসারাসক্ত হয় এবং আল্লাহ্কে স্মৃতি থেকে সরিয়ে রাখে?

★[এ সূরার ৬১ ও ৬২ আয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের (মৃত্যুর) পরবর্তী সৃষ্টির সময় যে আকারে তোমাদের নূতনভাবে জীবিত করবেন এর কোন জ্ঞানই তোমাদের নেই। ভাববার বিষয় হলো, এর জ্ঞান বাহ্যিকভাবে তো দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সতর্কবাণী দেয়া হচ্ছে, বাহ্যিক শব্দগুলোকে হুবহু অর্থে গ্রহণ করো না। এগুলো কেবল দৃষ্টান্ত। প্রকৃত বিষয়ের কোন জ্ঞানই তোমরা রাখ না।

এরপর চারটি এরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির হৃদয় থেকে অবশ্যই এ ধ্বনি উত্থিত হবে, আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ এসব কিছু তৈরী করার ক্ষমতা রাখে না। প্রথমে বলতে হয় সেই পদার্থের কথা, যা দিয়ে মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং এতে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগণিত জটিল বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে, যেগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হবার ছিল। উদাহরণস্বরূপ চোখ, কান, নাক, মুখ, গলা ও শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। দেহের এ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোন্ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং এরপর কোন্ সময় এ বৃদ্ধি পাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে এগুলোকে দিক্‌নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দাঁতের কথাই ধরা যাক। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর দুধের দাঁত বের হয়। আবার একটি নির্দিষ্ট সময় টিকে থাকার পর সেগুলো পড়ে যায় এবং শৈশবেকালে যেসব শিশু দাঁতের যত্ন নিতে পারে না এর অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করা হয়ে থাকে। এরপর সাবালক হওয়ার পর যে দাঁত উঠে এর সুরক্ষার দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর বর্তায়। এ সব দাঁত এক সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে কেন থেমে যায়? এদের আরো বৃদ্ধি লাভ করতে কিসে বাধা দেয়? মানুষের DNA এর মাঝে একটি computerized প্রোগ্রাম রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার বিধানের অধীনে এ প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ সব দাঁত ক্রিয়াশীল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে গতিতে এসব দাঁত ঘষা খেয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে মোটামুটি সেই গতিতেই এগুলো বাড়তে থাকে। এগুলো যদি বাড়তেই থাকতো এবং থামার কোন ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে মানুষের নিচের পাটির দাঁত মস্তিষ্ক ভেদ করে মাথার অনেক ওপর পর্যন্ত বেরিয়ে পড়তে পারতো এবং উপরের পাটির দাঁত চোয়াল ভেদ করে বুককে অকেজো করে দিতে পারতো। অতএব বলা হয়েছে, তোমরা কি নিজেরাই এসব genetic যোগ্যতা তৈরী করেছ? বলা বাহুল্য, এর উত্তর নেতিবাচক।

এভাবেই মানুষ মনে করে তারা জমিতে বীজ বপন করে, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু জমি থেকে এসব বীজের বৃক্ষ, শাকসজি ও ফলের আকারে বের হওয়ার প্রক্রিয়াও এক অসীম জটিল প্রক্রিয়া। এসব বৃক্ষ, শাকসজি ও ফল নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না।

এভাবেই পৃথিবীতে সব ধরনের জীবনকে রক্ষা করার জন্য আকাশ থেকে যে পানি অবতীর্ণ হয় এর ব্যবস্থাপনার ওপরও মানুষের কোন হাত নেই। আর যে আগুনে বসে মানুষ আকাশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় সেটিও আল্লাহ্র বিধানের অধীনে ক্রিয়াশীল। নতুবা এ আগুনই তাদেরকে সুউচ্চ আকাশে পৌঁছানোর পরিবর্তে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারতো। এ প্রসঙ্গে আকাশে উড়ার জাহাজ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে সেগুলো আগুনের মাধ্যমে চলার বাহন হবে। এতে বসে থাকা ভ্রমণকারীদের সে আগুন কোন ক্ষতি করবে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سَبْعٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثَةُ رُكُوْعَاتٍ

সূরা আল্ ওয়াকে'আ-৫৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী[২৯৫৫],

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ②

২। [খ]সংঘটিতব্য ঘটনা যখন ঘটবে[২৯৫৬],

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ③ قف

★ ৩। এটি যে ঘটবে তা কেউ [গ]অস্বীকার করতে পারবে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ④

★ ৪। (এটি) কাউকে হেয় করবে এবং কাউকে (মর্যাদায়) উন্নীত করবে[২৯৫৭]।

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ⑤

৫। [ঘ]যখন পৃথিবীকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হবে[২৯৫৮]

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑥

৬। এবং পাহাড়পর্বতকে [ঙ]চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে,

فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ⑦

৭। অত:পর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলাবালির ন্যায় হয়ে যাবে

وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑧

৮। তখন তোমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑨

★ ৯। আর ডান (দিকের) লোকেরা, (এবং) ডান (দিকের) লোকেরা[২৯৫৯] কেমন হবে!

وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ⑩

★ ১০। আর বাম (দিকের) লোকেরা, (এবং) বাম (দিকের) লোকেরা[২৯৬০] কেমন হবে!

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ৮, গ. ৫২ঃ৯; ৭০ঃ৩ ঘ. ৫০ঃ৪৫; ৯৯ঃ২ ঙ. ২০ঃ১০৬; ৭০ঃ১০; ১০১ঃ৬।

২৯৫৫। টীকা ৪ দেখুন।

২৯৫৬। (ক) 'কিয়ামতে কুবরা' বা বড় কিয়ামত তো সর্বশেষ কিয়ামত ও পুনরুত্থান, (খ) আরব ভূমি থেকে পৌত্তলিকতার সম্পুর্ণ অবসান এবং পৌত্তলিক কুরায়্‌শদের চরম পরাজয়,(গ) বিরাট ধর্ম-সংস্কারক রসূলে পাক (সাঃ) এর আবির্ভাব।

২৯৫৭। সেই অবশম্ভাবী ঘটনা মানুষের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে এবং এক নতুন জগতের অভ্যুদয় ঘটাবে, উচ্চ ও শক্তিশালীকে নীচে নামানো হবে, আর অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও শক্তিহীনকে সম্মানের আসনে সমাসীন করা হবে।

২৯৫৮। সারা আরবের ভিত প্রকম্পিত হবে। পুরাতন বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মুল্যবোধ, রীতি-নীতি এবং জীবন-ধারা ইত্যাদি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। নূতন জীবন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়ে পুরাতন সবকিছুই বদলে দিবে। পূর্ববর্তী আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতসহ আলোচ্য আয়াতটি পরকালের পুনরুত্থান সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।

২৯৫৯। কুরআনের অন্যত্র(৭৫ঃ৩) এই পর্যায়ভুক্ত মু'মিনদের 'পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মা' বলা হয়েছে।

২৯৬০। মন্দ কাজে আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মা (১২ঃ৫৪)।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١١﴾

১১। আর (একটি দল হবে) সবার চেয়ে অগ্রগামী[২৯৬১], (যারা) সবাইকে অতিক্রম করবে।

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। এরাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত।

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٣﴾

১৩। (এরা থাকবে) পরম সুখের জান্নাতে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾

★ ১৪। পূর্ববর্তী লোকদের মাঝ থেকে এক বড় দল

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٥﴾

★ ১৫। এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মাঝ থেকে এক ছোট দল

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٦﴾

১৬। (সোনা রত্ন) খচিত পালঙ্কে[২৯৬২]

مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। ক.হেলান দিয়ে সামনাসামনি বসা থাকবে।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। (সেবায় নিয়োজিত) খ.চিরকিশোর বালকেরা তাদের পরিবেশন করতে থাকবে[২৯৬৩]

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٩﴾

১৯। পানপাত্র, গ.সুরাহী ও স্বচ্ছ পানি ভরতি পেয়ালা।

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এ (সব পান) করার দরুন তাদের মাথাও ধরবে না এবং ঘ.তারা নেশাগ্রস্তও হবে না।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। আর নানা ধরনের ঙ.ফল বহন করে (সেবায় নিয়োজিতরা পরিবেশন করতে থাকবে), যা থেকে তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা) পছন্দানুযায়ী বেছে নিবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। আর তাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পাখির মাংসও (সেবকরা পরিবেশন করবে)।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٣﴾

২৩। আর (থাকবে) চ.ডাগর নয়না কুমারীরা।

দেখুন ঃ ক. ৩৭ঃ৪৫; ৫৫ঃ৫৫; ৭৬ঃ১৪; খ. ৭৬ঃ২০ গ. ৪৩ঃ৭২; ৭৬ঃ১৬ ঘ. ৩৭ঃ৪৮ ঙ. ৫২ঃ২৩ চ. ৪৪ঃ৫৫, ২১।

২৯৬১। শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা (৮৯ঃ২৮)।

২৯৬২। সেই সব সৌভাগ্যশালী মু'মিন যারা আল্লাহ্‌ তাআলার 'খাস' নৈকট্য লাভ করবেন এবং যাদের কথা এই সূরার ১১-২৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তারা হলেন 'আস্‌ সাবিকূন' অগ্রগামী বা প্রথম শ্রেণীর মু'মিন। এই 'সাবিকূন'কে যে সকল মহামূল্য ঐশীদানে ভূষিত করা হবে বলে এই সূরার আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সূরা 'আর্‌ রাহ্‌মানের' ৪৭-৬২ আয়াতে বর্ণিত ঐশী দানের অনুরূপ। এথেকে বুঝা যায়, সূরা 'আর্‌ রাহ্‌মানের' ৪৭-৬২ আয়াতে উল্লেখকৃত মু'মিনগণ প্রথম শ্রেণীর বা 'আস্‌ সাবিকূন' সারিরই অন্তর্ভূক্ত।

২৯৬৩। মু'মিনদের সেবায় নিয়োজিত খোদ্দাম বা সেবকদল সাধু ও নিষ্ঠাবান হবে এবং সতেজ ও সদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে।

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

★ ২৪। (তারা হবে) সযত্নে লুকিয়ে রাখা (সুরক্ষিত) মুক্তার ন্যায়।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। তারা (অর্থাৎ মু'মিনরা) তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানরূপে (এগুলো পাবে)।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾

২৬। সেখানে তারা কোন বাজে কথা বা পাপের [ক]কথা শুনবে না,

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

২৭। কেবল 'সালাম, সালাম'[২৯৬৪] সম্ভাষণ (শুনবে)।

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

★ ২৮। আর ডান (দিকের) লোকেরা, (এবং) ডান (দিকের) লোকেরা কেমন হবে!

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

২৯। (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুলবাগানে[২৯৬৫]

وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং কাঁদি কাঁদি (ফলভরা) কলা (বাগানে)[২৯৬৬]

وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং [খ]সুবিস্তৃত ছায়াতলে

وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং প্রবহমান পানিতে

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং প্রচুর ফলফলাদির মাঝেও,

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬৩; ৭৮ঃ৩৬; ৮৮ঃ১২ খ. ৪ঃ৫৮; ১৩ঃ৩৬।

আয়াতটিতে তা-ই বুঝিয়েছে বলে মনে হয়।

২৯৬৪। পূর্ববর্তী আয়াতসহ এই আয়াত এবং কুরআনের আরো বহু আয়াত বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, ধরন-ধারন, বাস্তবতা ও সারবস্তু সম্বন্ধে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছিদ্রান্বেষীরা এবং অজ্ঞ সমালোচকরা কুরআনের বর্ণনা থেকে বেহেশ্‌তে যে ইন্দ্রিয়াশক্তির ধারণা আবিষ্কার করে থাকে, এই সব আয়াত অত্যন্ত জোরের সাথে তা নাকচ করেছে। মুসলমানদের জন্য যে বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার ধারণা দিতে গিয়ে কুরআন বলছে, এ নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদের স্থান যেখানে পাপ, ব্যর্থতা, নিরর্থক ও অলস কথা-বার্তা কিংবা অসত্য কিছুই থাকবে না(৭৮ঃ৩৬)। এর সকল আশীর্বাদ ও কল্যাণরাশি একীভূত হয়ে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে রূপায়িত হবে। মনের ও আত্মার তৃপ্তি ও শান্তি বেহেশ্‌তবাসীদের অনন্ত সাথী হবে। সেজন্য মুসলমানের বেহেশ্‌তকে কুরআন "শান্তি-নিবাস" আখ্যা দিয়েছে (৬ঃ১২)। মু'মিনের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির চরম গন্তব্যে রয়েছে "শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা" (৮৯ঃ২৮)। সবচাইতে বড় দান যা বেহেশ্‌তবাসীরা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে প্রাপ্ত হবে তা হলো "শান্তি" (৩৬ঃ৫৯)। কেননা আল্লাহ্‌ স্বয়ং শান্তি সৃষ্টিকারী (৫৯ঃ২৪)। এতই মহান ও পবিত্র কুরআনী বেহেশ্‌ত! পরলোকের অবস্থাকে যারা ইহলোকের অবস্থার অনুরূপ মনে করে তারা কুরআনের বিন্দু-বিসর্গও বুঝেনি।

২৯৬৫। ঘন-পল্লবিত কুল বৃক্ষের সুশীতল ছায়া বেশ মধুর। আরবের শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় পথশ্রান্ত পথিকেরা এর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ক্লান্তি দূর করে থাকে। 'সিদর'(কুলবৃক্ষ) এর সঙ্গে বিশেষণরূপে মাখযুদ (কন্টকবিহীন অবনত) শব্দ ব্যবহৃত হয়ে এটাই বুঝাচ্ছে যে বেহেশ্‌তের কল্যাণসমূহ যেমনই আনন্দদায়ক হবে তেমনি অফুরন্ত হবে।

২৯৬৬। কুল বৃক্ষ শুষ্ক আবহাওয়াতেও জন্মায়, কিন্তু কলার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পানির। এই দুটি ফলের পাশাপাশি উল্লেখ এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, বেহেশ্‌তের ফল যে কেবল মাত্র প্রচুর ও সুস্বাদুই হবে তা-ই নয় বরং তা সবসময়ই সব মওসুমেই পাওয়া যাবে।

لَا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। যা ছিন্ন করা হবে না এবং (যা ভোগ করতে) তাদের নিষেধ করা হবে না[২৯৬৭]।

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর (তারা থাকবে) মর্যাদাসম্পন্ন জীবনসাথীদের মাঝে[২৯৬৭-ক]।

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় আমরা তাদের (অর্থাৎ জীবনসাথীদের) উত্তম করে সৃষ্টি করেছি।

فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٧﴾

৩৭। আর এদের অনুপম করে বানিয়েছি★

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮। মনোমুগ্ধকর [ক]সমবয়স্কা করে[২৯৬৮]

১ [৩৯] ★ ৩৯। ডান দিকে (অবস্থানকারীদের) জন্য। لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ ع ١٤

৪০। (এরা হবে) পূর্ববর্তী (মু'মিন)দের মাঝ থেকে এক বড় দল ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং পরবর্তীদের মাঝ থেকেও এক বড় দল। وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤١﴾

★ ৪২। আর বাম দিকে অবস্থানকারীরা, (এবং) কেমন হবে বাম দিকে অবস্থানকারীরা! وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤٢﴾

৪৩। (এরা থাকবে) ঝলসে দেয়া গরম বাতাসে ও ফুটন্ত পানিতে[২৯৬৯] فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং কালো ধোঁয়ার ছায়াতে, وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। (যা) ঠান্ডা ও আরামদায়ক হবে না। لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এর পূর্বে নিশ্চয় এরা অতি আরামআয়েশের মাঝে ছিল। إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর এরা হঠকারিতা করে মহাপাপে লিপ্ত থাকতো وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ৩৪।

২৯৬৭। এই সূরাতে এবং অন্যান্য সূরাতে বেহেশ্‌তীগণকে যে সব নেয়ামত দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ (ক) পরিমাণগতভাবে এগুলো হবে অফুরন্ত, (খ) এগুলো বেহেশ্‌তবাসীদের নাগালের মধ্যে সদাপ্রাপ্য অবস্থায় থাকবে, (গ) এগুলো কমবেও এবং শেষও হবে না, (ঘ) এগুলোর উপভোগ কোন রোগ-শোক বা অসুখ-অসুবিধা সৃষ্টি করবে না।

২৯৬৭-ক। 'ফুরুশ'(জোড়া) শব্দটি 'ফেরাশ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বিছানা, একজনের স্ত্রী বা স্বামী (লেইন)। মু'মিনদের শান্তি ও আনন্দকে পূর্ণতা দানের জন্য তাদেরকে উচ্চমর্যাদার পবিত্র, সুন্দর ও মহৎ স্বামী বা স্ত্রী দেয়া হবে।

★['আবকার' শব্দটি অনুপম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৬৮। 'উরুব' শব্দটি 'রুবের' বহুবচন, যার অর্থ এমন বাধ্য স্ত্রী, যে স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাসে (লেইন)। 'আৎরাব' 'তিবর্‌' শব্দের বহুবচন যার অর্থ সমবয়স্ক ব্যক্তি, সাথী, একই অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা, স্বাদ-বিস্বাদের অধিকারী ব্যক্তি (লেইন)। সতী-সাধ্বী, সুন্দরী, বিশ্বস্ত, সমচিন্তা ও ধ্যান-ধারণার অধিকরী স্ত্রীর মত অমুল্য সম্পদ আর নেই। কুরআন বলে, বেহেশ্‌তে সতী, ধর্মপরায়ণা, পুণ্যশীলা স্ত্রীলোক থাকবে এবং সৎ ও পুণ্যবাণ পুরুষও থাকবে। আসলে সৎসঙ্গ মানুষকে পুর্ণতা ও সুখ দান করে।

২৯৬৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৮। এবং বলতো, 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাব এরপরও কি [ক]আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে[২৯৭০]?

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। [খ]আমাদের পূর্বপুরুষদেরও কি (পুনরুত্থিত করা হবে)?'

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (সবাইকে)

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। এক নির্ধারিত মেয়াদের নির্দিষ্ট সময়ের দিকে অবশ্য একত্র করা হবে।

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥١﴾

৫২। এরপর হে বিপথগামী অস্বীকারকারীরা! নিশ্চয় তোমরা

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। [গ]যাক্কুম বৃক্ষ থেকেই খাবে

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। [ঘ]এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। আর তীব্র গরম পানিও পান করবে

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। এবং সদা পিপাসার্ত উটের পান করার ন্যায় (তা) পান করতে থাকবে[২৯৭১]।'

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৭। বিচার দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٧﴾

★ ৫৮। আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবে তোমরা কেন (তা) স্বীকার কর না?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তোমরা (জরায়ুতে) যে [ঙ]বীর্যপাত করে থাক সে বিষয়ে কি চিন্তা করেছ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٩﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৫০; ২৩ঃ৮৩; ৩৭ঃ১৭; ৫৮ঃ৪৮; খ. ৩৭ঃ১৮ গ. ৩৭ঃ৬৩; ৪৪ঃ৪৪-৪৫ ঘ. ৩৭ঃ৬৭ ঙ. ৭৫ঃ৩৮।

২৯৬৯। কাফেররা তাদের ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির অগ্নি দ্বারা তাড়িত হয়ে সর্বপ্রকারের কুকর্ম করেছিল। ঐ কুপ্রবৃত্তির অগ্নিই ফুটন্ত পানি ও জ্বালাময়ী উত্তাপের রূপ ধারণ করবে।

২৯৭০। পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে যারা কথায় বা কাজে অস্বীকার করে তাদের দ্বারাই পৃথিবীতে দুষ্কৃতি, অপরাধ ও পাপকর্ম বিস্তার লাভ করে। পরলোকে ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাস সকল পাপের উৎস। মৃত্যুর পরপারেও জীবন রয়েছে-এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল না হলে পাপকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা কিংবা সৎকর্মে গতি সঞ্চার করা সম্ভব নয়।

২৯৭১। এই আয়াতসহ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে পরলোকে পাপীদের শাস্তির বর্ণনা এমন জ্বালাময়ী ভাষায় দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের ইহকালীন সীমাহীন পাপের গুরুত্বের সাথে পরকালীন শাস্তির সাংঘাতিক অবস্থাও সমভাবে প্রকাশ পায়। অন্যেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উপার্জন করতো তারা তা-ই খেয়ে ফেলতো। তারা ন্যায়-অন্যায় সব পথেই ধনোপার্জনের তাগিদ অবলম্বন করতো, যতই পেত ততই আরো অধিক চাইতো। তাদের ধন-লিপ্সা কখনো পরিতৃপ্ত হতো না। ঐশী-বাণীকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করতো। তাই তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ 'যাক্কুম' (ফনীমনসা জাতীয় গাছ) খেতে দেয়া হবে, যা তাদের ভিতরে জ্বালা সৃষ্টি করবে। তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে এবং রুগ্ন-তৃষ্ণার্ত উট যেরূপ নিজের তৃষ্ণাই নিবারণে সমর্থ হয় না, তাদের অবস্থাও তদ্রূপই হবে।

৬০। তোমরাই কি তা সৃষ্টি কর, না আমরা (এর) সৃষ্টিকর্তা?

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। আমরাই তোমাদের (সবার) জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি। আর ক(কেউ) আমাদের বিরত রাখতে পারবে না

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦١﴾

★ ৬২। তোমাদের (বর্তমান) আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া থেকে এবং এমন কোন (আকৃতিতে) তোমাদের উঠানো থেকে, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই[২৯৭২]।

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। আর প্রথম সৃষ্টির (ব্যাপারটি) নিশ্চয় তোমরা জেনে গেছ। তবে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা যা বপন কর এর সম্পর্কে কি তোমরা ভেবে দেখেছ[২৯৭৩]?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তোমরাই কি তা উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করি?

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٥﴾

★ ৬৬। আমরা চাইলে তা খ(খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারতাম। তখন তোমরা (এ বলে) আর্তনাদ করতে থাকতে,

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। 'নিশ্চয় আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে,

اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। আমরা তো (একেবারেই) বঞ্চিত হয়ে পড়েছি।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করেছ, যা তোমরা পান করে থাক?

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। তোমরাই কি একে মেঘ থেকে অবতীর্ণ কর, না আমরা অবতীর্ণ করি?

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। আমরা চাইলে তা লবণাক্ত করে দিতাম। অতএব তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧١﴾

দেখুন ঃ ক. ৭১ঃ৫ খ. ৫৭ঃ২১

২৯৭২। এত সযত্নে লালিত মানুষের দেহ-মন্দির অবশ্য পচে গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তবে তাতেই জীবনের অবসান হয়ে যায় না। যাকে আমরা মৃত্যু বলি, তা জীবনের শুধু অবস্থা বা রূপ পরিবর্তনের অপর এক নাম। মানুষের আত্মা তার দেহ নামক বাসস্থান থেকে উড়ে গেলে তাকে নূতন দেহ পরানো হয়, যা সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং 'রূপও' ধারণ করে। তবে ঐ রূপের পরিচয় লাভ কিংবা এর সম্বন্ধে ধারণা করা মানুষের পক্ষে ইহকালীন জীবনে সম্ভব নয়। (খোদা চাইলে এই দেহকাঠামোকেও উন্নত ও ভিন্ন আকার দিতে পারেন)।

২৯৭৩। ৬৪-৭২ আয়াতে ঐ সকল জিনিষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে যেগুলো না হলে পৃথিবীতে মানুষ বাঁচতে পারে না, যেমন খাদ্য, বাতাস, পানি ও আগুন।

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧٢﴾

৭২। তোমরা কি সেই [ক]আগুন সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক[২৯৭৪]?

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তোমরাই কি এ (আগুনের) গাছ উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করি?

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪। আমরা একে এক উপদেশের মাধ্যম এবং মুসাফিরদের জন্য কল্যাণের (উপকরণ) বানিয়েছি[২৯৭৫]।

২ তৃতীয়াংশ [৩৬] ১৫

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

৭৫। [খ]অতএব তুমি তোমার মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

★ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٦﴾

৭৬। বরং[২৯৭৬] আমি অবশ্যই উল্কাপাতের স্থানসমূহের কসম খাচ্ছি[২৯৭৭]।

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭। আর নিশ্চয় এ হলো এক মহান সাক্ষ্য। হায়, তোমরা যদি জানতে!

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। নিশ্চয় এ এক [গ]সম্মানিত কুরআন,

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٩﴾

৭৯। (যা) এক গুপ্ত কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে[২৯৭৮]।

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৮১; খ. ৬৯ঃ৫৩; ৮৭ঃ২ গ. ৫০ঃ২ ঘ. ৮৫ঃ২৩।

২৯৭৪। মানুষের জীবনে আগুনের আবশ্যকতা খুব বেশী। তার আরাম-আয়েশও বহুলাংশেই আগুনের উপর নির্ভর করে। এই যান্ত্রিক যুগে আগুনের ব্যবহার ছাড়া বসাবাস করার চিন্তাও মনে আসে না। কেননা আগুন ব্যতীত শিল্প, বাণিজ্য, ভ্রমণ ও যোগাযোগ সবই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তার অপব্যবহার ধ্বংস ডেকে আনে।

২৯৭৫। গরীব ও ক্ষুধার্ত লোকজন, মরুচারী পথিক, জন-মানবহীন স্থানে যারা এসে থেমে পড়ে। এমন মুসাফির যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে।

২৯৭৬। 'লা' উপসর্গটি সাধারণত কসম বা শপথের উপর জোর দানের জন্য ব্যবহৃত হয় এই উদ্দেশ্যে যে পরবর্তী বিবৃতিটি এতই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে এর প্রমাণের জন্য আর কোন সাক্ষীরই প্রয়োজন হয় না। যখন কোন ধ্যান-ধারণাকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে 'লা' উপসর্গ ব্যবহৃত হয় তখন এটাই বুঝায় যে পূর্ব-বর্ণিত ধারণা ঠিক নয় বরং যা এখন বলা হবে তা-ই সঠিক।

২৯৭৭। এই আয়তটি 'নুজুমের' (নুজুম অর্থ কুরআনের কিয়দংশ-লেইন) দোহাই দিয়ে এবং নুজুমকে সাক্ষীরূপে পেশ করে দাবী করছে যে একমাত্র কুরআনই মানব-সৃষ্টির উচ্চতম উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করতে পারে এবং ঐশী-উৎস থেকেই যে এর অবতরণ তাও প্রমাণ করতে পারে। 'মাওয়াকিই'র অর্থ যদি উল্কাপাতের সময় ও স্থান' ধরা হয় তাহলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ্‌ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম এটাই যে যখন কোন মহান সংস্কারক বা নবীর আগমনের সময় হয় তখন অস্বাভাবিক পরিমাণে উল্কাপাত ঘটে থাকে এবং মহানবী(সাঃ) এর সময়ও এইরূপই ঘটেছিল।

২৯৭৮। কুরআন গত চৌদ্দশ বছর যাবৎ অবিকৃত, সংরক্ষিত ও অবিকল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনের অবিকৃতি, সংরক্ষণ ও অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ কুরআনেই রয়েছে। চৌদ্দশ বছরে এ বিশ্বের সকল কুরআন-বিদ্বেষী মানুষ মিলে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। শত্রুভাবাপন্ন সমালোচকেরা ছিদ্রান্বেষণ-প্রচেষ্টার ত্রুটি করেনি। তাদের সকল প্রচেষ্টার একটি মাত্র অনিবার্য ফল যা শত্রুদের কাছে তিক্তই লেগেছে তা হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) যে কিতাবখানা চৌদ্দশ বছর পূর্বে বিশ্ববাসীর কাছে দিয়ে গেছেন তা জের-জবর('আ'-কার,'ই'-কার) সহ অবিকল অবস্থায় আমাদের কাছে পৌছেছে (মূইর)। কুরআন এই অর্থেও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে যে পবিত্র-চেতা মু'মিনগণ এখনো এথেকে আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণ করে থাকেন। পরবর্তী আয়াতও এই তাৎপর্য বহন করে। এই আয়াতের অন্য অর্থ এও হতে পারে, যে সব আদর্শ ও নীতি কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে তা প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের নীতিমালাগুলো প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক আইন-কানুনের মত এগুলোও অপরিবর্তনীয়। এগুলোকে অবজ্ঞাভরে অমান্য করা যায় না। অথবা আয়াতটির এই অর্থও করা যেতে পারে-'মানুষকে যে প্রকৃতি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০। পবিত্রকৃত ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না[২৯৭৯]।★

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۱﴾

৮১। (এ কুরআনের) [ক]অবতরণ বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হয়েছে।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿۸۲﴾

★ ৮২। অতএব তোমরা কি এ (ঐশী)বাণীর সাথে কপটতার আচরণ করবে?

وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩। আর তোমরা কি এর অস্বীকার করাকে নিজেদের জীবিকা (অর্জনের মাধ্যম) বানিয়ে নিয়েছ[২৯৮০]?

فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿۸۴﴾

৮৪। তাহলে (প্রাণ) ওষ্ঠাগত হলে কেন

وَ اَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿۸۵﴾

৮৫। তুমি সেই মুহূর্তে (নিজেকে বাঁচানোর পথ খুঁজে পেতে) চারদিকে তাকাতে থাক?

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬। [খ]আর (সেই মুহূর্তে) তোমাদের চাইতে আমরা এই (মৃত্যুপথযাত্রীর) অধিক নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।

فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭। তোমাদের (কর্মের) প্রতিফল যদি না-ই দেয়া হবে তবে কেন

تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮। তোমরা এ (বেরিয়ে যাওয়া প্রাণকে) ফিরিয়ে আনতে পার না? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (তা করে দেখাও তো)।

فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯। তবে সেই (মৃত্যুপথযাত্রী) যদি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫; ২৬ঃ১৯৩ খ. ৫০ঃ১৭।

দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকৃতির মধ্যেই কুরআন রক্ষিত আছে' (৩০ঃ৩১)। মানুষের প্রকৃতি মৌলিক সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাকে সত্যে পৌঁছার শক্তিতে ভূষিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে মানব-প্রকৃতিকে কাজে লাগায় সে সহজেই কুরআনের সত্যতাকে উপলব্ধি করবে।

২৯৭৯। কেবলমাত্র ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি যারা ধার্মিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা এনেছে তারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এর রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করেন। অপবিত্র হৃদয় সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। বলা প্রয়োজন, শরীর পাক-সাফ না হলে বাহ্যিকভাবেও কুরআন স্পর্শ করা বা পাঠ করা উচিত নয়।

★[৭৮-৮০ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন করীম এক উন্মুক্ত কিতাব এবং গোপন কিতাবও বটে। পুণ্যবান ও পাপী সবাই তো এটা পড়তে পারে। কিন্তু এর উচ্চমানের গোপন গুঢ়তত্ত্ব কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্রকৃত ব্যক্তিদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করা হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৮০। অবিশ্বাসীরা তাদের জীবিকার পথ থেকে বঞ্চিত হবে, এই ভয়ে সত্য গ্রহণে বিরত থাকে। তাই ঐশী-বাণীকে অস্বীকার করে তারা ঘৃণ্য জীবিকাকে অগ্রাধিকার দেয়। এইরূপ অর্থও করা যায়, সত্যকে অস্বীকার করার উপরই যেন অবিশ্বাসীদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। তারা কোনক্রমেই সত্য গ্রহণ করবে না।

৯০। তাহলে (তার জন্য রয়েছে) আরামআয়েশ, সুরভিত পরিবেশ এবং বড় নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٩٠﴾

৯১। আর সে ডান দিকে অবস্থানকারী হয়ে থাকলে

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾

৯২। (তাকে বলা হবে,) 'হে ডান দিকে অবস্থানকারী! তোমার ওপর 'সালাম'।

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٢﴾

৯৩। আর সে প্রত্যাখ্যানকারী (ও) বিপথগামী হয়ে থাকলে

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এক প্রকারের ফুটন্ত পানি হবে (তার) অবতরণস্থল★।

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯৫। আর তাকে জাহান্নামের (আগুনে) দহন করা হবে।

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٥﴾

৯৬। নিশ্চয় ক.এটাই 'হাক্কুল ইয়াকীন' (অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস)।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٦﴾

৩ [২২] ১৬ ৯৭। খ.অতএব তুমি তোমার মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٧﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৩৫ঃ৩২ খ. ৫৬ঃ৭৫।

★['আন্‌ নুযুলু' অর্থ অবতরণস্থল। দেখুন আল্‌ মুনজিদ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]